

৪৪ টিজেট

গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা বই প্রকাশনায় ভর্তুকি দেয়ার আহ্বান

নিম্ন বার্জ পরিবেশক

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র অয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা দেশে প্রকাশনা ও গ্রন্থ উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রিম প্রত্যাশিত গ্রন্থনীতি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় সরকারি উর্জুকি দেয়া আহ্বান করেন।

গত শনিবার জাতীয় জাদুঘরের সভাকক্ষে গ্রন্থ উন্নয়নের ক্ষেত্রে লেখক ও প্রকাশকের এ গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অগ্রিম লেখক ও প্রকাশকরা বলেন, গ্রন্থের প্রকাশনের সম্পর্কে উৎসাহ নিয়ে লেখকরা আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াও অংশগ্রহণের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র অয়োজিত গোলটেবিল আয়োজনাধ্যক্ষ প্রধান অতিথি হিসেবে কলামিকিডিক রত্নাথ খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি সচিব এবিএম আবদুল চক চৌধুরী ও প্রফেসর নৈয়াম মনজুরুল ইসলাম। সূচনা বক্তব্য দেন অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। আয়োজনাধ্যক্ষ বলেন আলী ইমাম, মফিজুল হক, জুবাইদা ওলশান আরা, কবি বেলাল চৌধুরী, এসমানে গনি প্রমুখ। গোলটেবিল বৈঠকে হাজারটরের সায়িত্ত পালন করেন টিউনিংপিসি প্রেস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মতিউল্লিখান আহমেদ। সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মোঃ মাসুদুল হক।

অধ্যাপক আবু সায়ীদ বলেন, প্রকাশনায় সরকারের 'সার্বস্বিত্য' এবং লেখকদের যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া সরকারি দায়িত্ব। বক্তৃতার অন্তর্গত লেখকরা অনেক সময় বই

প্রকাশ করতে গিয়ে বঞ্চিত থাকার দা. এ ব্যাপারে অগ্রিমের প্রয়োজন রয়েছে।

আলী ইমাম বলেন, অগ্রিম এ ব্যাপারে সরকার বেশি মাথা ঘামিয়েছে; কিন্তু বইয়ের ব্যাপারে অবশেষে করেছে।

জুবাইদা ওলশান আরা বলেন, কুল লাইব্রেরির অবস্থা করণ। গ্রন্থনীতি নতুন করে জনা শিও-কিগোর ও লেখক-প্রকাশকের মজমত নেয়া যেতে পারে।

আগামী প্রকাশনার স্বত্বাধিকারী এসমানে গনি বলেন, মহানগর পাঠাগারকে কেন্দ্র করে সামাজিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলা যেতে পারে।